যুগান্তর

তারিখ ০৪ NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

হাইকোর্টের রায় আপিলে বহাল

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সভাপতি হতে পারবেন না এমপিরা

যুগান্তর রিপোর্ট

সংসদ সদস্যদের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মনোনীত হওয়ার বিধান বাতিল করে হাইকোর্টের দেয়া রায় বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ ও ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের করা আবেদন খারিজ করে প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির বেঞ্চ সোমবার এ আদেশ দেন। সরকারপক্ষে মামলার শুনানি করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলম এবং রিটের পক্ষে ছিলেন আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ। আপিল বিভাগের এই রায়কে অভিনন্দন জানিয়েছে অভিভাবক ঐক্য

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ফোরাম। রায়ের পর ফোরামের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে সারা দেশের অভিভাবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এবং স্কুল-কলেজগুলো অনেকাংশে দলীয় রাজনীতিমুক্ত হবে।

গত এপ্রিলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০০৯ এর ৫ ও ৫০ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দ। এছাড়া ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটি গঠন অবৈধ ও সংবিধানপরিপন্থী উল্লেখ করে তা বাতিলের দাবিতে ওই আইনজীবী আরও একটি রিট করেন। তার যুক্তি, ওই প্রবিধানমালার ৩৯ বিধান অনুসারে অ্যাডহক কমিটির মেয়াদ ছয় মাস। অথচ ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ পর্যন্ত চারবার অ্যাডহক ও দু'বার বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এটি ৩৯ বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। দুটি রিটের চূড়ান্ত শুনানি শেষে ১ জুন হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ রায় ঘোষণা করেন।

রায়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডিতে (পরিচালনা পর্ষদে) এমপিদের নিয়োগ সংক্রান্ত প্রবিধানমালার ৫ ধারা এবং বিশেষ কমিটি গঠন সংক্রান্ত ৫০ ধারা অবৈধ ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপির নেতৃত্বাধীন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটি অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করা হয়। আদালত ভিকারুননিসার বিশেষ কমিটি বাতিল করে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি গঠনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের অ্যাডহক কমিটিকে পরিচালনা পর্ষদ গঠনের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী নির্বাচন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়।

হাইকোর্টের রায়ে ধারা ৫-এর উপধারা ১ ও ২ এবং ৫০ ধারা বাতিল করে সংশ্লিষ্ট সব আইন ও বিধিবিধান ৬০ দিনের মধ্যে সংশোধন করতে বলা হয়। শিক্ষা সচিব, আইন সচিব ও ঢাকা বোর্ডকে এই আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়। নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ঠিক করার একটি প্রবিধান তৈরি করতে বলা হয় ওই রায়ে। এছাড়া রায়ের যথার্থতা প্রমাণে ও কার্যকর করতে ৩০ দিনের মধ্যে প্রবিধান অনুযায়ী সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি পদে নিয়োগের নির্দেশনা দেয়া হয়।

হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ ৮ জুন চেম্বার আদালতে গেলে চেম্বার বিচারপতি স্থগিতাদেশ না দিয়ে বিষয়টি শুনানির জন্য ১২ জুন আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠান। কিন্তু বিচারপতি এসকে সিনহার নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগের চার বিচারকের বেঞ্চ ১২ জুন 'নো অর্ডার' দিলে হাইকোর্টের রায়ই বহাল রাখেন। এরপর সরকার ও ভিকারুননিসা কর্তৃপক্ষ পৃথক তিনটি লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) করে। রোববার এসব আবেদনের শুনানি শেষ হয়। সোমবার আবেদনটি খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ।